B.A. (General) Part-III

Bengali (G)

Semester-V

DSE-1B: বাংলা কাব্য ও কবিতা

Unit-IV: জীবনানন্দ দাশ - রূপসী বাংলার (নির্বাচিত অংশ)

ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য কবি জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' (নির্বাচিত কবিতা) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা যা দেওয়া হল, তা শীতল চৌধুরীর 'রূপসী বাংলায় জীবনানন্দ: ধ্যান-চেতনায় (১ম প্রকাশ [illegible] 2008 / প্রজ্ঞা বিকাশ: প্রকাশনা) গ্রন্থ থেকে নেওয়া, এর জন্য আমি ঋণ স্বীকার করছি।

Rimjhi Chakraborty

Scanned with CamScanner

রূপসী বাংলার নৈসর্গিক কবি

"রূপসী বাংলা" কাব্যে সর্বপ্রথম ধরা দেন কবি জীবনানন্দ নিজেকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ নৈসর্গিক কবিরূপে। আপন স্বদেশ বাংলাদেশকে কবি এমনই নিজ সৌন্দর্যলোকের ভেতরে মন্থন করে নিয়েছেন যে, বাংলার রূপ শুধু বাংলারই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বাংলার রূপ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৈসর্গিক হয়ে প্রতিভাসিত হয়েছে। কবি অন্তরলোকের গূঢ় অনুভূতির সঙ্গে প্রগাঢ় প্রেম ও মমতা মিশিয়ে শব্দ ও ব্যঞ্জনের নিখুঁত ছাকনি দিয়ে গড়ে তুলেছেন রাজমিস্ত্রীর মতোন এক-একটা ইঁট গেঁথে গেঁথে সে নৈসর্গিক জগতের হর্ম্য বা প্রাসাদ। কবি জীবনানন্দ নিজেই বলেছেন সে কথা, বাংলার রূপের মধ্যে পৃথিবীর রূপের অরূপরতনের খোঁজ যে তিনি পেয়েছেন তা তাঁর অকপটে স্বীকারোক্তি—

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর

পূর্ববাংলার বরিশাল কবির জন্ম স্থান। এজন্য গ্রামবাংলার প্রতি কবি জীবনানন্দের ছিল এক সূতিকাগৃহের মতোন 'নাড়ি'র সম্পর্ক। কবি দিনের পর দিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে দেখেছেন বাংলার উষালগ্নের প্রথম প্রভাত, শীতের কুয়াশা, অন্ধকার ঘন অমাবস্যার রাত্রি, গোধূলির ধূসরতা ম্লান সূর্যাস্ত, ঋতু পরিবর্তন, ফুলের সৌরভে উৎসব-আনন্দে গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও শ্রীমুখ। কবি তাঁর গূঢ় অনুভূতিলোক দিয়ে দিনের পর দিন মন্থন করেছেন বাংলাদেশের জল, স্থল, আকাশ ও প্রান্তর। এমনকি পশুপক্ষি, কীটপতঙ্গ, বাংলার লতা গাছ, ফুল-শস্য সবকিছুই। সব কিছুই কবির চোখে ধরা দিয়েছে নানা বর্ণে নানান রঙে ভারিত হয়ে। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর করেছেন বাংলার গ্রামদেশের মানুষ ও মানুষীদের। এমনকি স্মরণ করেছেন বাংলার বিগত ইতিহাসের চরিত্র বল্লাল সেন, চাঁদসদাগর, সীতারাম, রামনাথ রায় প্রমুখদের। বাংলার "ঠাকুমার ঝুলি" থেকে উৎসারিত রূপসীগণ শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা, মাণিকমালা—এরা এবং আরো অনেকে যারা সবাই মিলে বাংলার নরনারীর জীবনযাত্রার মধ্যে যুগে যুগে সম্পৃক্ত হয়ে আছে—তারা সকলেই কবি জীবনানন্দের কবিচেতনায় ধরা পড়েছে। বাংলার রূপসন্ধানে এরকম গভীরের স্পর্শ তিনি রেখেছেন তাঁর "রূপসী বাংলার"র কবিতাগুলির ছত্রে-ছত্রে। রূপসন্ধানী কবি জীবনানন্দই প্রকৃত রূপপ্রেমী ছিলেন বলেই, তিনি বাংলার রূপের মধ্যে অবলোকন করেছেন পৃথিবীর রূপ। এজন্যই কবি জীবনানন্দ সহজ হয়ে ঘোষণা করতে পারেন—

তোমার যেখানে সাধ চ'লে যাও—আমি এই বাংলার পারে
র'য়ে যাব ;

নোদ্দাকথা, জীবনানন্দের সংবেদনায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠরূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে "রূপসী বাংলা"র কবিতাগুলিতে। মাতৃভূমির সঙ্গে এমন আত্মমিশ্রণ, আপন স্বাতন্ত্র্যলোপ, মানবিক ব্যক্তিত্ব থেকে বিশ্বজাগতিক সত্তায় আত্মপ্রসার আর কোনো সাহিত্যে ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। এই বোধশক্তি সম্বন্ধে ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেকের একটি কবিতার কিছু পংক্তি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—

To see the world in a grain of sand.

Scanned with CamScanner

And a heaven in a world of flower :
Hold infinity in the palm of your hand.
And eternity in an hour.

এই eternity-র চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে জীবনানন্দ দাশের "রূপসী বাংলা" কবিতাগুলি। "রূপসী বাংলা" কাব্যগ্রন্থের ভাষা মূলত বলা যায় ছবির ভাষা। অবনীন্দ্র ঠাকুর তিনরকমের ভাষায় কথা বলেছেন ঃ (১) ছবির ভাষা (২) অভিনয়ের ভাষা (৩) সঙ্গীতের ভাষা। "রূপসী বাংলা"র কবিতাগুলিতে ছবির ভাষারই আধিক্য দেখা যায়। নানা বর্ণ ও রঙে সে সব ছবি ভাষায় ফুটে উঠেছে। তবে ভাষায় ও ভাবনায় জীবনানন্দের "রূপসী বাংলা"র কবিতাগুলি জটিল হলেও প্রকাশে বেশ সাবলীল। মনে রাখতে হবে মূলতঃ ছবির ওঠাই এগুলির মূল লক্ষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু কবিতার কিছু পংক্তি এখানে উদ্ধৃতি রাখছি-

১. যদি আমি ঝ'রে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়
২. গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায়
অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া যখন লেগেছে নীল বাংলার বনে
ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ-দুপুরে—চিল একা নদীটির পাশে
৩. কখন সোনার রোদ নিভে গেছে—অবিরল শুপুরির সারি
আঁধারে যেতেছে ডুবে
৪. এখানে আকাশ নীল—নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম শাদা—রং তার আশ্বিনের আলোর মতন ;
৫. কোথাও মঠের কাছে—যেইখানে ভাঙা মঠ নীল হয়ে আছে
শ্যাওলায়—অনেক গভীর ঘাস জমে গেছে বুকের ভিতর,
পাশে দীঘি মজে আছে—রূপালি মাছের কণ্ঠে কামনার স্বর
৬. তখন ঘাসের পাশে কত দিন তুমি
হলুদ শাড়িটি বুকে অন্ধকারে ফিঙ্গার পাখনার মতো
৭. মাঠের আঁধার পথে শিশু কাঁদে—লালপেড়ে পুরোনো শাড়ির
ছবিটি মুছিয়া যায় ধীরে ধীরে—কে এসেছে আমার নিকট?
৮. মানুষের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে এসে—হাসির আস্বাদ
পেয়ে গেছি ; দেখেছি আকাশে দূরে কড়ির মতন শাদা মেঘের পাহাড়ে
৯. দূর পৃথিবীর গন্ধে ভ'রে ওঠে আমার এ বাঙালীর মন
আজ রাতে ; একদিন মৃত্যু এসে যদি দূর নক্ষত্রের তলে
অচেনা ঘাসের বুকে আমারে ঘুমায়ে যেতে বলে
১০. ধানের নরম শিষে মেঠো ইঁদুরের চোখ নক্ষত্রের দিকে আজো চায়?
আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি চেয়ে র'ব কিছু কাল অন্ধকার বিছানার কোলে।

উদ্ধৃত পংক্তিগুলির ক্রিয়াপদ ও বিশেষণগুলি দারুণভাবে মনের ভেতরে আলোড়ন করে। ইংরেজীতে যাকে বলে Suggestiveness. সেই ইঙ্গিতময়তাই জীবনানন্দের কাব্যশৈলীর একটি বিশেষ গুণরূপে চিহ্নিত। এই Suggestiveness হচ্ছে Pictorial Suggestiveness চিত্র-সম্ভাবনার ইঙ্গিত। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই চিত্র-সম্ভাবনার কোনো নিশ্চয়

Scanned with CamScanner

নেই। নিরলঙ্কার চিত্র কখনো-সখনো দীর্ঘও হয়। নিরলঙ্কার চিত্র বর্ণনায় জীবনানন্দ খুবই দক্ষ ছিলেন। নিখুঁতভাবে তিনি এই কাজটি করেছেন কথার পর কথা সাজিয়ে। মহৎ শিল্পী হতে গেলে ছবির ভাষায় যে স্বচ্ছতা এবং একটা directness থাকা দরকার তা জীবনানন্দের কবিতায় স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। ছবির ভাষার মধ্যে আছে একটা সারল্য। "রূপসী বাংলা"র গ্রন্থখানির মধ্যে এরকম ছবির কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—সারল্যে প্রাঞ্জলতায় যা ভরপুর—

১. যখন মাণিকমালা ভোরে
লাল লাল বটফল কামরাঙা কুড়াতে আসিবে এই পথে—
যখন হলুদ বোঁটা শেফালীর কোনো এক নরম শরতে
ঝরিবে ঘাসের 'পরে,—শালিখ খঞ্জনা আজ কতদূর ওড়ে—
কতখানি রোদ—মেঘ—টের পাব শুয়ে শুয়ে মরণের ঘোরে।

২. অপরাজিতার মতো নীল

৩. নীল তেঁতুলের বনে

৪. চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান-মাখা চুল,

এসব ছবিগুলি অসাধারণ বাগৈশ্বর্যের পরিচয়। ছবিগুলির প্রকাশভঙ্গিও সূক্ষ্ম ও নিবিড়তায় অর্থবহ।

এখানে একটা কথা বলা বোধকরি যুক্তিসঙ্গত হবে, নিজেকে নতুন পথে খোঁজার দিকে প্রথম থেকেই যাত্রা শুরুর ঝোঁক আমরা দেখি কবি জীবনানন্দের মধ্যে। এজন্যই তিনি প্রথম অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেন নিসর্গপ্রকৃতিকে। এই নিসর্গপ্রকৃতির আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর "রূপসী বাংলা"। আধুনিক সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মতোন জীবনানন্দও চিরাচরিত মূল্যবোধের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এজন্যই তাঁকে খুঁজতে হয়েছিল একটা নতুন পথ। নতুন পথের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে অবশেষে তিনি "রূপসী বাংলা"য় নিজেকে চিহ্নিত করেন প্রকৃতি-নিসর্গের শ্রমিক রূপে। যদিও "ধূসর পাণ্ডুলিপি" থেকে এ যাত্রা তাঁর প্রথম শুরু হয়েছে বলা যায়। "রূপসী বাংলা"য় কেবল পরিপক্কতা পায়।

নিসর্গ-প্রেমের কাছে নিজেকে ধরা দেওয়ার জন্যই জীবনানন্দের কবিতায় গ্রাম-বাংলা এক নিজস্ব ঐতিহ্য নিয়ে উঠে এসেছে "রূপসী বাংলার" কাব্যে। বর্ণ ও স্বাদ নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে। "রূপসী বাংলা"র কবিতায় কবির identity হিসেবে উঠে এসেছে ঐতিহ্যচেতনা, আঞ্চলিক জীবনধারার সঙ্গে প্রকৃতি ও স্বপ্ন। পৃথবীর পথ হেঁটে হেঁটে পথ-পরিক্রমায় তিনি পেয়েছেন এক নিজস্ব ভূমি এই "রূপসী বাংলা"তেই। পথ ভুলে কবি যে তা হারাতে চান না কবিকণ্ঠে তা স্বীকৃত—

—তবু জানি কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে
হারাব না তারে আমি—

যদিও "রূপসী বাংলা"র রচনার পরেও তিনি কুণ্ঠামুক্ত ছিলেন না। এ জন্য কোনো পত্রপত্রিকায় তিনি "রূপসী বাংলা"র কবিতাগুলি প্রকাশ করেননি। যাই হোক "রূপসী বাংলা"য় যে কবির প্রকৃতি-নিসর্গের ছবি উঠে এসেছে তা আমরা ধরে নিতে পারি কবির জন্মভূমি বরিশাল গ্রামের প্রকৃতি। বরিশালের প্রকৃতির সঙ্গে অতি শৈশবকাল থেকে কবির নিবিড় এক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল বলেই তা স্বাভাবিকভাবে "রূপসী বাংলা"র কাব্যে ছবি হয়ে

Scanned with CamScanner

ধরা দিয়েছে। কবির উপলব্ধি-সঞ্জাত হয়ে বাংলার সব রূপ রঙে-রসে-বর্ণে উঠে এসেছে কবিতার ছত্রে ছত্রে। গ্রামবাংলার নিসর্গ বর্ণনার সার্থক রূপ আমরা দেখি তাঁর একটি সনেটের প্রথম আট পংক্তিতে—

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ঃ অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—বিজলের—অশথের ক'রে আছে চুপ ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
মধুকর ডিঙা হোক না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

পরের স্তবকটিতে কবি বাংলার সৌন্দর্যের সঙ্গে পুরাণকে মিশিয়ে বাংলার এক আঞ্চলিক জীবনাশ্রিত পুরাণের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেছেন। যেমন—

দেখেছিল ; বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

পুরাণের চিত্র অঙ্কনে উঠে এসেছে মধুকর ডিঙা ও বেহুলার উপস্থিতি। শেষ পংক্তিতে বাংলা কাব্যধারার ঐতিহ্যবাহী বিষাদের রূপ লক্ষ্য করা যায়। জীবনানন্দ এভাবেই "রূপসী বাংলা"র অনেক কবিতাতেই অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক মেলবন্ধন ঘটিয়ে কালের দূরত্বকে মুছে ফেলেছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি গড়ে নিয়েছেন উপলব্ধির চরম স্তরে উঠে এক নৈসর্গিক প্রেমিকরূপে এক নতুন জীবনবোধের জগৎ।

"রূপসী বাংলা"য় আর একটি বিশেষ দিক দৃষ্টি আকর্ষিত করে তা হলো এক নারীরূপের মাঝে-মধ্যে অকস্মাৎ আবির্ভাব। "রূপসী বাংলা"কে আসলে কবি পূর্ণতা দান করার জন্যই নারীরূপের চিত্রিত ছায়ার আশ্রয় নিয়েছেন। কেননা, প্রকৃতিকে আমরা আবহমান কাল ধরে নারীরূপে কল্পনা করতে ভালোবাসি। এ-ধারণা জীবনানন্দও সম্ভবত পোষণ করতেন বলেই তিনি "রূপসী বাংলা"র রূপের নির্মিতিতে নারীকে মাঝে-মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে টেনে এনেছেন বলে আমার ধারণা। এ জন্য কবি জীবনানন্দ "রূপসী বাংলা"র রূপের পূর্ণতা দান করতে স্মরণ করেছেন নারী প্রতিমাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

১. বাঙালী নারীর কাছে—চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান-মাখা চুল,
হাতে তার শাড়টির কস্তা পাড় ;—ডাঁশা আম কামরাঙা ফুল।
২. তখন ঘাসে পাশে কত দিন তুমি
হলুদ শাড়িটি বুকে অন্ধকারে ফিঙ্গার পাখনার মতো
৩. সে কত শতাব্দী আগে তাহাদের করুণ শঙ্খের মত স্তন

Scanned with CamScanner

তাহাদের হলুদ শাড়ী—ক্ষীর দেহ—তাহাদের অপরূপ মন
চ'লে গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে শান্ত হিম সান্ত্বনার ঘরে :
আমার বিষণ্ণ স্বপ্নে থেকে থেকে তাহাদের ঘুম ভেঙে পড়ে।

৪. বিনুনি বেঁধেছে তাই—কাঁচপোকাটিপ তুমি কপালের 'পরে
পরিয়াছ....তারপর ঘুমায়েছ : কক্ষাপাড় আঁচলটি ঝরে
পানের বাটার 'পরে ; নোনার মত নগ্ন শরীরটি পাতি

৫. —তুমি, সখি চ'লে গেলে দূরে তবু :—হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসে
অশ্বত্থের শাখা ঐ দুলিতেছে ঃ আলো আসে, ভোর হয়ে আসে।

তবে "রূপসী বাংলা"কে কবি জীবনানন্দ তেমনভাবে কোন ভাবমূর্তিতে দেখেননি। যা দেখেছেন তা নিতান্তই ব্যক্তিগত, স্বতন্ত্রভাবে। কবি বাংলার রূপের মধ্যে কোন দেশমাতৃকার রূপ বন্দনায় বাংলার রূপকে মহীয়সী করেননি স্বাদেশিক চেতনায়। জীবনানন্দ বাংলার রূপকে দেখেছেন খুব সাদামাটা দৈনন্দিন ছবিরূপে। শুধু সেই ছবির মধ্যে উপস্থিতি ঘটিয়েছেন তাঁর স্বপ্নসুধামিশ্রিত এক নারীমূর্তিকে। যে নারীমূর্তি সুন্দর এবং সৌন্দর্যেরই কেবল প্রতিমূর্তি।

"রূপসী বাংলা"র মধ্যে আর একটা জিনিস স্পষ্ট হলো—বিষণ্ণতার করুণ সুরের উপস্থিতি। যে বিষণ্ণতা কবিকে বারে-বারে করুণ করে তুলেছে, তা হলো ভাঙনের বিষণ্ণতা। কবি অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধনের প্রয়াসী বলেই আমার মনে হয়—ভাঙনের বিষণ্ণতা কবি-মনকে স্পর্শ করেছে বার-বার—কবির ভাষা ও ব্যঞ্জনায় যা তীক্ষ্ণ—

১. —চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের করে আছে চুপ ;

২. কার্তিকের অপরাহ্নে হিজলের পাতা শাদা উঠানের গায়
ঝ'রে পড়ে পুকুরের ক্লান্ত জল ছেড়ে দিয়ে চ'লে যায় হাঁস,

৩. ডাইনীর মতো হাত তুলে তুলে ভাঁট আঁশশ্যাওড়ার বন
বাতাসে কি কথা কয় বুঝি নাকো,—বুঝি নাকো চিল কেন কাঁদে ;
পৃথিবীর কোনো পথ দেখি নাই, আমি, হায়, এমন বিজন

৪. ঝ'রে গেল কতবার প্রান্তরেখা ঘাস ;
তবুও লুকায়ে আছে যেই রূপ নক্ষত্রে তা' কোনদিন হ'ল না প্রকাশ ;

৫. নউ খাওয়া হয়ে গেলে আজো তারা উড়ে যায় কুয়াশার সন্ধ্যার বাতাস
কত দূরে যায়, আহা....অথবা হয়তো কেউ চালতার ঝরা পাতা জ্বালে
মধুর চাকের নিচে—মাছিগুলো উড়ে যায়—ঝ'রে পড়ে....ম'রে থাকে ঘাসে

তবুও বলা যায় "রূপসী বাংলা"র অস্তিত্ব অনেক গভীরে শেকড় গেঁথেছে। ধলেশ্বরী নদী, শ্যামা-খঞ্জনার গান, শাদা লক্ষ্মীপেঁচা, বিশালাক্ষী মন্দির....এরা সব বহন করে এনেছে একটা যুগকে। আর আছে অমলিন শৈশবের স্মৃতিকথা। কবির ভাষায় যা স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ—

সে আমার ছেলেবেলাকার কবেকার কথা সব।
আসিবে না পৃথিবীতে সেদিন আবার

জীবনানন্দের সংবেদনশীল মনের জন্য প্রকৃতিলোকে প্রাণীলোকের উপস্থিতিও আমাদের বার-বার বিস্মিত করে। এ জন্যই "রূপসী বাংলা'য় সবুজ অরণ্যের গহনে বার-বার উড়ে আসে হলুদ পাখি। আর আসে শালিক, চড়াই, বক, দোয়েল পাখি, খঞ্জনা, শ্যামা, লক্ষ্মীপেঁচা,

Scanned with CamScanner

দাঁড়কাক, ফিঙা, বউ-কথা-কও, শঙ্খচিল....ইত্যাদি অজস্র পাখি। আর অরণ্যের রহস্যময়তার চিত্রভূমিকে আরো চিত্রিত করেন তিনি সরপুঁটি, মাছ, সাপ, নেঠো ইঁদুর, বেড়াল, গঙ্গাফড়িং, কাঁচপোকা, ঝিঁ ঝিঁ, মউমাছি, শম্বর, চিতাবাঘিনী, নীলগাই ইত্যাদির উপস্থিতি ঘটিয়ে।

"রূপসী বাংলা"য় তাঁর প্রকৃতিলোকে বৃক্ষের অজস্র সম্ভারও লক্ষ্য করার মতোন। কি নেই—কাঁঠাল, আম, জাম, বট, আনারস, ডুমুর, অশ্বত্থ, ঝাউ, বাবলা, শিশু, জারুল, হিজল পলাশ, শিমুল, নারকেল, গুপুরি, বইচি, তেঁতুল, তাল, চালতা, লিচু, করমচা, দারুচিনি, নোনাগাছ....ইত্যাদি। আবার ফুলচয়নের ক্ষেত্রেও কবি "রূপসী বাংলা"তে শিল্পদৃষ্টির অনন্য পরিচয় রেখেছেন। নানান রঙে, প্রতীকে অর্থবহ হয়ে উঠে এসেছে কবির নৈসর্গিক ছবির ভাষা—কখনো তা স্নিগ্ধতায়, কখনো তা উজ্জ্বলতায়, কখনোবা বিষণ্ণতার ভেতরে। এখানে এরকম কিছু দৃষ্টান্ত রাখছি ঃ

১. ভেরেণ্ডাফুলের নীল ভোমরার বুলাতেছে—
২. আকন্দফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরণ
৩. আলোকলতার পাশে গন্ধ ঢালে দ্রোণফুল বাসকের গায়,
৪. একদিন নক্ষত্রের দেশে তারা হয়ে র'বে গোলাপের মতন রক্তিম
৫. দেখেছি সজনে ফুল চুপে চুপে পড়িতেছে ঝ'রে
৬. যখন দুপুরে রোদে অপরাজিতার মুখ হয়ে থাকে ম্লান
৭. হাতে লয়ে পলাশের দিকে চেয়ে দুয়ারে দাঁড়ায়ে র'বে কিনা
৮. যখন চড়াই পাখী কাঁঠালীচাঁপার নীচে ঠোঁট আছে গুঁজে
৯. বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়
১০. চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে

এরকমভাবে কত ফুলের সমারোহ দেখা যায় জীবনানন্দের কাব্যে ছবি হয়ে ফুটে উঠতে। এমনকি কেবল বৃক্ষ, ফুল, কীট-পতঙ্গ ও প্রাণিজগৎ নয়, ঘাসের অবিরল রূপরাশিও জীবনানন্দের প্রকৃতিলোক দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক ইন্দ্রিয়বোধ্য সৌন্দর্য—যে সৌন্দর্যের আঁধার দেখি রূপসী বাংলার কবিতার ছত্রে-ছত্রে। এর সঙ্গে সঙ্গে কবি এনেছেন বাংলার ঋতু ও মাসকে—কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, চৈত্র, বৈশাখ মাস ও বিশেষ করে আষাঢ় ও শরৎ ঋতুর কথা উল্লেখযোগ্য। আর তাঁর কাব্যে এসেছে ইমপ্রেশনিস্টদের মতো লাল, নীল, কমলা, হলুদ নানান রং-এর সমাবেশ। ছবির ভাষায় রূপ দিতে গিয়ে "রূপসী বাংলা" কাব্যে কবি জীবনানন্দ প্রকৃতই শিল্পী হয়ে নৈসর্গিক প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ যে তাঁকে বলেছিলেন : "চিত্ররূপময়"। এ বলা বোধকরি সার্থক। জীবনানন্দই একমাত্র কবি, যিনি প্রকৃতির নৈসর্গিক প্রেমে মুগ্ধ হয়েই "রূপসী বাংলা"য় সহজেই বলতে পারেন—

যখন মানিকমালা ভোরে
লাল লাল বটফল কামরাঙা কুড়াতে আসিবে এই পথে—
যখন হলুদ বোঁটা শেফালীর কোনো একরকম শরতে
ঝরিবে ঘাসের 'পরে—শালিখ খঞ্জনা আজ কতদূর ওড়ে—
কতখানি রোদ—মেঘ—টের পাব শুয়ে শুয়ে মরণের ঘোরে।

Scanned with CamScanner